গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বেতার-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moi.gov.bd

নম্বর: ১৫.০০.০০০০.০২২.৩৩.০০১.২২.

তারিখ : ২২ ভাদ্র ১৪২৯ / ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রজ্ঞাপন

প্রস্তাবনা (Premble)সহ বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০২২ জনস্বার্থে জারী করা হলো ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মুহাম্মদ মকবুল হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ২২৩৩৫৭৪২১
E-mail: sas.betar1@ moi.gov.bd

নম্বর: ১৫.০০.০০০০.০২২.৩৩.০০১.২২. ৬৫৬ (৬)

তারিখ : ২২ ভাদ্র ১৪২৯ / ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (সংযুক্ত নীতিমালা-২০২২ বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। সিস্টেম অ্যানালিস্ট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট নীতিমালা-২০২২ ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৬.৯.২০২২
(মুহাম্মদ মকবুল হোসেন)
উপসচিব

বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০২২ এর

প্রস্তাবনা

(Premble)

নং-১৫.০০.০০০০.০২২.৩৪.০২২.১৩-**১৫৬** বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহজলভ্য গণযোগাযোগ মাধ্যম। সাধারণ মানুষের মাঝে এর ব্যাপক চাহিদা ও ব্যাপ্তি রয়েছে। খুব সহজেই এ মাধ্যমের সাহায্যে দেশের প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে জরুরি খবর, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সংবাদ এবং বিনোদন পৌছে দেয়া সম্ভব। বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের পক্ষে জনমত তৈরী, শিক্ষার প্রসার ঘটানো, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌছে দেয়া অতি সহজসাধ্য। এ সকল দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ বেতার ছাড়াও বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি এফ.এম বেতারকেন্দ্র অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে তথ্য ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অধিকহারে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য আরও বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপন প্রয়োজন। একই সাথে জনস্বার্থে এ সকল বেসরকারি বেতারকেন্দ্রের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সকল উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতে মানসম্মত বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালাটি বাতিলপূর্বক যুগোপযোগী একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দেয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক "বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। উক্ত নীতিমালাটি জনস্বার্থে জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

০৬.১১.2022

মুহাম্মদ মকবুল হোসেন

উপসচিব।

বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম. বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০২২

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সহজলভ্যতা, তাৎক্ষণিকতা ও সর্বত্রগামিতার নিরিখে বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের পরও তাই এই মাধ্যমটির গুরুত্ব উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত কোনো দেশে হ্রাস পায়নি। এ কারণেই বাংলাদেশে ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় বেতার স্বল্প পরিসরে যাত্রা শুরু করে। কালের বিবর্তনে বেতারের কার্যক্রম গুণে মানে কলেবরে বহুধা বিস্তৃত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রাচীনতম এবং একক বৃহত্তম পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার হিসেবে বিগত প্রায় সাত দশক ধরে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা উন্নয়নের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ অর্থাৎ মিডিয়াম ওয়েভ, শর্ট ওয়েভ ও এফ.এম ব্যান্ডের মাধ্যমে অনুষ্ঠান এবং সংবাদ প্রচার করে আসছে। অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বহুমাত্রিক উপযোগিতার দাবি মেটাতে দেশে ব্যক্তি মালিকানায় বাণিজ্যিক এফ.এম বেতার কেন্দ্র চালু রয়েছে। প্রধানত নগরকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত এ সকল বেতারকেন্দ্র বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে এসব এফ.এম বেতারের অবদান আরও প্রসারিত ও সুগম করার লক্ষ্যে এর স্থাপন, পরিচালনা ও সম্প্রচার কার্যক্রমের বর্তমান নীতিমালাটি বাতিলপূর্বক অধিকতর যুগোপযোগী একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দেওয়ায় এই নতুন নীতিমালা জারি করা হলো।

১। (ক) এই নীতিমালা ''বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম. বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০২২'' নামে অভিহিত হবে ;

(খ) জারির তারিখ থেকে এই নীতিমালা কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২। **বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের আবেদন আহবানঃ**

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা, প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা ও বিনোদনের পরিসর বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিগণ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত দাখিল করতে পারবে।

৩। **মালিকানা সংক্রান্ত নীতিঃ**

(ক) বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিক এবং কোম্পানিকে বাংলাদেশের কোম্পানি হতে হবে। বেতার কেন্দ্রের মালিকানা সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা যাবে না;

(খ)বেতারকেন্দ্রের মালিকগণ বেতার গ্রাহকযন্ত্র ব্যবহারের জন্য কোন লাইসেন্স ফি ধার্য অথবা আদায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন না;

(গ) বেতারকেন্দ্র মালিকগণও বেসরকারি মালিকানাধীন অপরাপর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মতো প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সরকারকে আয়কর পরিশোধ করবেন।

৪। **লাইসেন্স আবেদনের নিয়মাবলি এবং নির্বাচন পদ্ধতিঃ**

(ক) এই নীতিমালার অধীনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপন কিংবা পরিচালনা করতে পারবে না;

(খ) আগ্রহী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে কেবলমাত্র ১(এক)টি বেসরকারি এফ.এম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে;

(গ) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫,০০০/=(পাঁচ হাজার) টাকার অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার-এ জমা দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে;

(ঘ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে আবেদনের সাথে ফেরতযোগ্য আর্নেস্টমানি বাবদ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবরে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার প্রদান করতে হবে;

(ঙ) বিটিআরসি'র নিয়মানুযায়ী বেতার স্টেশনের চার্জ/ফি পরিশোধপূর্বক রেডিও স্টেশন ও ইকুইপমেন্ট লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;

(চ) আবেদনপত্রের সঙ্গে বেতারকেন্দ্র সহাপন-এর জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিতে হবে;

(ছ) আবেদনে বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(জ) কোন বেসরকারি বেতারকেন্দ্রের মালিক/পরিচালক একাধিক বেতারকেন্দ্রের মালিক/পরিচালক হতে পারবেন না;

(ঝ) সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ/বিল/কর খেলাপী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং ফৌজদারী অপরাধ বা নৈতিক স্খলনজনিত কারণে দন্ডিত কোন ব্যক্তি বা কোম্পানি আবেদন করতে পারবে না;

(ঞ) লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরকার কর্তৃক বিবেচিত আবেদনসমূহ নিরাপত্তা ছাড়পত্রের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। অনুকূল নিরাপত্তা ছাড়পত্র না পাওয়া গেলে লাইসেন্স প্রদানের জন্য কোন আবেদন যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

(ট) সরকার কর্তৃক নির্বাচিত আবেদনকারীদের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের পর বিটিআরসি প্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দ করবে।

৫। **লাইসেন্স ফিঃ**

লাইসেন্স গ্রহণকালে আবেদনকারী এককালীন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করে মূল কপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। সরকার প্রয়োজনে লাইসেন্স ফি পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

৬ ৬। **লাইসেন্স নবায়নঃ**

'(ক) প্রতি অর্থ বছরে সংশ্লিষ্ট খাতে ১ (এক) লক্ষ টাকা ফি প্রদান করে লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। সরকার প্রয়োজনে লাইসেন্স নবায়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে;

(খ) বিটিআরসি'র নিয়মানুযায়ী বেতার স্টেশনের বাৎসরিক চার্জ/ফি পরিশোধপূর্বক রেডিও স্টেশন ও ইক্যুইপমেন্ট লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে;

(গ) লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রতি অর্থ বছর শেষ হওয়ার অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে আবেদন করতে হবে। কোন যৌক্তিক কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা বিলম্ব ফি জমা দিয়ে উক্ত বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে তা নবায়ন করতে হবে;

(ঘ) সরকার কর্তৃক বেতারকেন্দ্র স্থাপনের ইস্যুকৃত লাইসেন্স হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হলে স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরী করত: সংশ্লিষ্ট খাতে চালানমূলে ১০ (দশ) হাজার টাকা ফি জমা প্রদান করে চালানের মূলকপি ও সাধারণ ডায়েরীর কপিসহ মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত দাখিল সাপেক্ষে মন্ত্রণালয় ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করবে;

(ঙ) কোন কারণে লাইসেন্স নবায়ন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত বকেয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জামানত থেকে কর্তনপূর্বক সমন্বয় করা হবে।

৭। **জামানতঃ**

লাইসেন্স গ্রহণকালে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত আর্নেস্টমানি বাবদ ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা পরবর্তীতে জামানত হিসেবে গণ্য হবে;

৮। **লাইসেন্স হস্তান্তরের বিধি নিষেধঃ**

সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন লাইসেন্স বা এর উপর অর্জিত স্বত্ব বা শেয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হস্তান্তর করা যাবে না।

৯। **লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণঃ**

সরকার নিম্নোক্ত এক বা একাধিক কারণে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করতে পারবেঃ

(ক) লাইসেন্স/চুক্তি সংক্রান্ত সরকারের কোন পাওনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে;
(খ) বিটিআরসি'র তরঙ্গ বরাদ্দপত্রের যেকোন শর্ত ভঙ্গ করলে;
(গ) এই নীতিমালার কোন শর্ত/শর্তাবলি ভঙ্গ করলে; এবং
(ঘ) সরকারের অন্য যে কোন নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে।

১০। **পেশাগত ও কারিগরি মানঃ**

(ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পেশাগত ও কারিগরি মানসম্মত অনুষ্ঠান পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে যাতে অনুষ্ঠানের মান সমুন্নত থাকে সেজন্য একাধিক প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি মালিকানায় বেতার চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি দেয়া যেতে পারে;

(খ) শর্ত থাকে যে বেতার কর্তৃক সম্প্রচারের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে International Telecommunication Union (ITU) ও বিটিআরসি আরোপিত সকল টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, শর্ত ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা মেনে চলতে হবে;

(গ) ব্রডকাস্টিং নীতিমালা, শর্তসমূহ, ফ্রিকোয়েন্সি, আন্তর্জাতিক রীতিনীতিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বা সরকার কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা বা বোর্ড-এর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে বা সম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন/বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে;

(ঘ) উক্ত রীতিনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি এবং শর্তসমূহ এর প্রয়োগ বা প্রতিপালনের বিষয় সরকারের আদেশ-নির্দেশ অবশ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

(ঙ)বাংলাদেশ বেতার বা অন্য কোন অনুমোদিত বেতার সম্প্রচার মাধ্যমের সাথে Frequency Interference,Frequency deviation করাসহ Power output এর বিচ্যুতি করা যাবে না। কোন বিচ্যুতি হলে সেই সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

(চ)সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিত কোন বেসরকারি বেতারকেন্দ্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন ধরনের সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না;

(ছ)বেতারকেন্দ্র স্থাপনায় পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না;

(জ) সরকার কর্তৃক গঠিত ''কারিগরি উপ-কমিটি'' আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পেশাগত ও কারিগরি মান নির্ধারণ করবে।

১১। **বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপন সক্রান্ত যন্ত্রপাতি পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনঃ**

(ক) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে বা নীতিমালায় গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ যে কোন বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি পরিবীক্ষণ এবং পরিদর্শন করতে পারবে এবং এই কার্যক্রমে বেসরকারি বেতার কর্তৃপক্ষ সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। পরিদর্শনকালে কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) বেতারকেন্দ্রের অধিবেশন লগ, রেকর্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত যে কোন কমিটিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করবে।

১২। **সম্প্রচার যন্ত্রপাতি সংক্রান্তঃ**

(ক) বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র চালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ''কারিগরি উপ-কমিটি'' এবং ''জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি''র সিদ্ধান্তক্রমে মাধ্যমে ১(এক) টি সর্বোচ্চ ১০(দশ) কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ও সর্বোচ্চ ৬(ছয়) ডিবি গেইনের এন্টিনার সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ১৬(ষোল) ডিবি বা ৪০(চল্লিশ) কিলোওয়াট ইফেকটিভ রেডিয়েটেড পাওয়ার (ইআরপি) এর এফ.এম বেতারকেন্দ্র চালু করা যাবে। এফ.এম বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার ১(এক) বছর পর দক্ষতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে ''মনিটরিং কমিটি'' এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন ''জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি''র বিবেচনার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। মূল্যায়নে সংবাদ, আর্থ-সামাজিক ও বিনোদনের অনুষ্ঠানের মান ও পরিমাণের (প্রচার স্থিতি) বিষয়টিও বিবেচনায় আসবে। ''জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি''র সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারসন্তোষজনক মনে করলে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন কেন্দ্র/ট্রান্সমিটার স্থাপনের অনুমতি প্রদান বিবেচনা করবে।

(খ) একই স্থানে বা একই কভারেজের মধ্যে একই প্রতিষ্ঠানকে একাধিক স্টেশন/চ্যানেল স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না।

(গ) বেতারকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রেডিও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য বিটিআরসি হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত শর্তাবলি ছাড়াও নতুন কোন শর্ত যুক্ত করার এবং পূর্ব শর্তসমূহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

১৩। **সম্প্রচার সংক্রান্ত শর্তাবলিঃ**

(ক)সম্প্রচারিত বিষয়সমূহের রেকর্ড (কনটেন্ট) ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) তথ্য মন্ত্রণালয় বা সরকারের কোন এজেন্সি কর্তৃক চাহিত বা অধিযাচিত তথ্যাবলি লাইসেন্স গ্রহীতাকে নিজ খরচে তার ট্রান্সমিটারে প্রচারিত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে এবং মনিটর করার ব্যবস্থা গ্রহণকরতে হবে;

(গ) ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে বিটিআরসি'র অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞাপন নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঙ) বেসরকারি মালিকানাধীন সংস্থা নিজস্ব ব্যবস্থাধীন প্রচার সময় (time slot) বিক্রয় করে বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তবে অনুমতিপ্রাপ্ত সংস্থা অন্য কোন সংস্থার নিকট প্রচার সময় বিক্রয় করলে অনুমতিপ্রাপ্ত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমগ্র নীতিমালা অন্য সংস্থার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে কোন বিদেশী সম্প্রচার সংসহার নিকট সরাসরি বা তাদের দেশী/বিদেশী এজেন্সীর মাধ্যমে প্রচার সময় (time slot) বিক্রয় করা যাবে না।

(চ) বিজ্ঞাপন প্রচার সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসহ প্রতিদিনের মোট প্রচার সময়ের ২০% এর বেশী হবে না ।

১৪। **সংবাদ/অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের শর্তাবলিঃ**

বেসরকারি মালিকানায় এফ.এম বেতারকেন্দ্র স্থাপনে অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ অনুসরণপূর্বক সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৫। **সম্প্রচার কার্যক্রম শুরুর সময়সীমাঃ**

লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সপ্রাপ্তির ১(এক) বছরের মধ্যে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করতে হবে। অন্যথায় লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যুক্তিসঙ্গত মনে করলে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

১৬। **বার্ষিক ফিঃ**

(ক) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারি বেতারকেন্দ্রে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ২ ভাগ সরকার স্বীকৃত কোন অডিট ফার্ম দ্বারা যথাযথ নিরীক্ষা করত: উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ প্রতি অর্থ বছর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৪(চার) মাসের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবে;

(খ) কোনো কারণে কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত এফ.এম বেতারকেন্দ্র প্রচারিত বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ২ ভাগ অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা বিলম্ব ফিসহ তা পরিশোধ করতে হবে।

১৭। **কেন্দ্র বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত নিয়মাবলিঃ**

''মনিটরিং কমিটি'' কর্তৃক সম্প্রচার কার্যক্রমের সন্তোষজনক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলি ১(এক) বছর পরে অতিরিক্ত কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করতে পারবে। কোন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত হিসাবে ৯টির বেশী কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে না।

১৮। জাতীয় রেগুলেটরি কমিটিঃ

জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি (National Regulatory Committee) গঠনঃ

বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি ''জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি (National Regulatory Committee)''থাকবে। এ কমিটির গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ হবেঃ

(১)	সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সভাপতি
(২)	যুগ্ম-সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সদস্য
(৩)	যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সদস্য
(৪)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা।	-	সদস্য
(৫)	সরকার মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক।	-	সদস্য
(৬)	সরকার মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক।		সদস্য
(৭)	সরকার মনোনীত বেসরকারি রেডিও'র একজন প্রতিনিধি।	-	সদস্য
(৮)	বিটিআরসি'র একজন প্রতিনিধি(পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের)।	-	সদস্য
(৯)	যুগ্ম-সচিব (সম্প্রচার), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	-	সদস্য-সচিব

২। কমিটির কর্ম-পরিধিঃ

এই কমিটির কর্ম-পরিধি নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) বেসরকারি মালিকানাধীন বেতার চ্যানেল স্থাপনের লক্ষ্যে ''কারিগরি উপ-কমিটি'' কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা;

(খ) সম্প্রচার সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা এবং বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র পরিচালনায় সময়োপযোগী সংশোধনী সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা;

(গ) ''কারিগরি উপ-কমিটি'' এবং ''মনিটরিং কমিটি''র রিপোর্ট পর্যালোচনা করে কার্যকর ব্যবস্থা করা;

(ঘ) বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯। **মনিটরিং কমিটিঃ**

বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র মনিটরিং-এর লক্ষ্যে ''মনিটরিং কমিটি'' গঠন।

বেসরকারি মালিকানায় স্থাপিত বেতারকেন্দ্র ''মনিটরিং কমিটি'' থাকবে। এ কমিটির গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) মনিটরিং কমিটিঃ

(১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	-	সভাপতি
(২)	প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	-	সদস্য
(৩)	উপ-সচিব (বেতার-২), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা	-	সদস্য
(৪)	বিটিআরসি এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৫)	সিনিয়র প্রকৌশলী (গবেষণা) বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা		সদস্য
(৬)	স্টেশন প্রকৌশলী (মনিটরিং পরিদপ্তর) বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা		সদস্য
(৭)	পরিচালক (মনিটরিং), মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	-	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) বেসরকারি বেতারকেন্দ্রের সম্প্রচার কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান;

(খ) বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রদান;

(গ) সম্প্রচার কার্যক্রমে কোন অনিয়ম কিংবা কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ ব্যাপারে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যে কোনো সময় অথবা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ন্যূনতম একবার সভা আহবান করা এবং কার্যবিবরণী সরকারের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা;

(ঙ) বিদ্যমান নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী বিষয়ে সুপারিশ করা।

২০। **কারিগরি উপ-কমিটিঃ**

''জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি(National Regulatory Committee)''এর নিয়ন্ত্রণাধীন ''কারিগরি উপ-কমিটি'' গঠন।

বেসরকারি মালিকানাধীন বেতার কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত ''জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি (National Regulatory Committee)''এর নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি ''কারিগরি-উপ-কমিটি'' থাকবে। এ কমিটির গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ হবেঃ

(১)	প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	-	আহবায়ক
(২)	বাংলাদেশ টেলিভিশনের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বা তদুর্ধ পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৩)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর একজন প্রতিনিধি (সহকারী অধ্যাপক বা তদুর্ধ পর্যায়ের)	-	সদস্য
(৪)	বিটিআরসি এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৫)	সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণকেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	-	সদস্য-সচিব

২। **কমিটির কর্ম-পরিধিঃ**

এই উপ-কমিটির কর্ম-পরিধি নিম্নরূপ হবেঃ-

(ক) বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ন্যূনতম পেশাগত ও কারিগরি মান নিরূপণ করা;

(খ) প্রাপ্ত আবেদন বা প্রস্তাবনাসমূহের সামগ্রিক পেশাগত ও কারিগরি বিষয়গুলো পরীক্ষা করে মেধা অনুযায়ী ক্রমানুসারে বিন্যাস করে তালিকা প্রণয়ন এবং ''জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি''র বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা;

(গ) প্রয়োজনে যে কোন বেসরকারি বেতারকেন্দ্র পরিদর্শন করে কারিগরি দিকগুলো ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;

(ঘ) প্রয়োজনে ''মনিটরিং কমিটি''কে সহায়তা করা।

২১। **আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগঃ**

(ক) বেসরকারি বেতারকেন্দ্র বাতিল করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে;
(খ) উপ-ধারা(ক) এর অধীন লাইসেন্সধারীর কোন বক্তব্য থাকলে তা বিবেচনা করে সরকার জরিমানা/জামানত বাজেয়াপ্তকরণ অথবা যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত লাইসেন্স স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে পারবে এবং
(গ) কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করার পর্যায়ে সরকার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রচারকেন্দ্রের প্রচার বন্ধ বা স্থগিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত কেন্দ্রের যে কোন বা সকল যন্ত্রপাতি জব্দ করার আদেশ দিতে পারবে।

২২। **রহিতকরণ ও হেফাজতঃ**

এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে পূর্বে জারিকৃত ''বেসরকারি মালিকানায় এফ.এম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১০'' বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ বাতিল সত্ত্বেও এর অধীনে কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকলে উক্ত অনিষ্পন্ন অংশ, যতদূর সম্ভব, এ নীতিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে এরূপে নিষ্পন্ন করা হবে, যেন উক্ত কার্যধারা এ নীতিমালার অধীনে দায়ের করা হয়েছে।

*****